সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাবর্গের উপর এবং যারা তাঁর প্রতি মিত্রতা পোষণ করে তাদের প্রতি, অতঃপর,

হে মুজাহিদ! আমরা আপনার জন্য (দাওলাতুল ইসলামের প্রাক্তন যুদ্ধ) মন্ত্রী শায়খ আবু হামজা আল মুহাজির, আব্দুল মুনঈম বাদাওয়ী আল মিসরী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) এর কিছু কথা নির্বাচন করেছি, যা দ্বারা তিনি ছয় বছর পূর্বে তার মুজাহিদ ভাইদেরকে নাসীহাহ করেছিলেন। আর তার বাণীগুলো (রামাদান জিহাদ ও ক্ষমার মাস) এই শিরোনামে ছিলো। আমরা সেটি কিঞ্চিত পরিবর্তন করে সংক্ষেপে আপনার সামনে তুলে ধরেছি। সুতরাং মুহাজির (রাহিমাহুল্লাহ) কি বলেন তা শুনুন:

সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি রাজাধিরাজ, যিনি অত্যাচার থেকে চিরপবিত্র ও জোর জুলুমের উর্ধ্বে, যিনি একক চিরন্তন, যিনি প্রত্যেক অভিযোগ শ্রবণকারী ও প্রত্যেক সমস্যা সমাধানকারী, এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর প্রতি যাকে প্রেরণ করা হয়েছে কেয়ামতের পূর্বে তরবারি সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত বাতিরূপে। অতঃপর,

আমরা পরম করুণায় মহান আল্লাহর প্রশংসা করি এ কারণে যে তিনি আমাদেরকে এই মাসে পৌঁছে দিয়েছেন. এবং আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি মুসলিম উম্মাহকে ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদেরকে, যারা বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে গৌরবের ভূমি ও সম্মানের সীমান্তসমূহে রিবাতরত, যারা পুণ্যবান ও মুখলিস, সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল, যারা যুদ্ধের সিংহ ও বিজয়ের অশ্বারোহী, যারা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক তাদেরকে। কারণ আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: {যখন রামাদান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।} (মুসলিম)

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এটিকে বাস্তবিক অর্থে নেয়া ঠিক আছে, তখন তার অর্থ হবে, যে ব্যক্তি রামাদান মাসে মৃত্যুবরণ করে তার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হয় এবং সজ্জিত করা হয় এই মাসের এই ইবাদতেরও বিশেষ মর্যাদার কারণে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, সুতরাং তাদের মধ্যে যে এই মাসে মারা যায় সে তাতে প্রবেশ করে না।” (আল মুফহিম)

আর আমাদের এই সম্মানিত মাস ইসলামের এক বিরাট রোকন (ভিত্তি) আর আরকান (ভিত্তি) ছাড়া দ্বীন কখনো প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: {ইসলামের ভিত্তি

পাঁচটি জিনিসের উপর, এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্ব পালন করা ও রামাদান মাসে সিয়াম পালন করা।} [মুত্তাফাক আলাইহি]

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “তিনি এখানে এই বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন অথচ জিহাদের কথা উল্লেখ করেন নি, অথচ তার মাধ্যমেই দ্বীন বিজয় লাভ করে এবং উদ্ধত কাফেররা পরাজিত হয়, কারণ এগুলো প্রত্যেকের উপর সবসময় ফরজ, এগুলোর শর্ত যার মাঝে পাওয়া যায় তার থেকে কখনও তা রহিত হয়না। আর জিহাদ ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত, এবং কখনও কখনও তা রহিত হয়ে যায়।”

অর্থাৎ তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) এটাই পরিষ্কার করেছেন যে জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন তা ইসলামের মূলভিত্তি সমুহের একটিতে পরিণত হয়, যা ছাড়া ইসলামের কোনও মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আর কেনইবা তা হবে না অথচ জিহাদের উপকার হল ব্যাপক, আর এটি ছেড়ে দেয়ার ক্ষতি দ্বীন-মর্যাদা ও জান-মালের উপর অনেক বড়, সুতরাং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদরাই ঈমানের প্রকৃত অর্থকে বাস্তবায়ন করেছেন। তারাই কুরআনের নস অনুযায়ী ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। আল্লাহ তাআলা সূরা হুজুরাতে বলেন, “মুমিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অতঃপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আপন জান ও মাল দ্বারা। তারাই হল সত্যবাদী।”

শায়েখ ইবনে তাইমিয়্যা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জিহাদ ওয়াজিব, এবং সন্দেহ বর্জন করা ওয়াজিব। আর জিহাদ যদিও ফরজে কিফায়া - অর্থাৎ জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়া অবস্থায় – তবুও সকল মুমিন শুরু থেকেই এই আয়াত দ্বারা সম্বোধিত। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো জিহাদের আবশ্যকীয়তাকে বিশ্বাস করা। এবং যখন তা ফরজে আইন হয় তখন তা কার্যকর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। (মাজমু' আল-ফাতাওয়া)

সুতরাং জিহাদ হলো ঈমানের অংশ, বরং তা ঈমানের চূড়া ও সর্বোচ্চ স্তর। তাই - আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন -এই সম্মানিত মাসে যেন জিহাদ থেকে আপনার অংশ ছুটে না যায়। সহীহ বোখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, {আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং তাকে আমার প্রতি ঈমান ও আমার রাসূলদেরকে সত্যায়ন ব্যতীত অন্য কিছু বের করে না, এই মর্মে যে আমি তাকে তার অর্জিত আজর ও গনিমত সহ ফিরিয়ে আনব অথবা জান্নাতে

প্রবেশ করাব। যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম তাহলে (জিহাদগামী) কোন ছোট দলের পিছনে বসে থাকতাম না, এবং তামান্না করতাম যেন আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই অতঃপর জীবিত হই, আবার নিহত হই, অতঃপর আবার জীবিত হই তারপর আবার নিহত হই।}

ইবনে বাত্তাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “[আল্লাহ সাড়া দেন] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; যে ব্যক্তি জিহাদের ব্যাপারে তার নিয়তকে খালেস করেছে তার ব্যাপারে আল্লাহ আপন অনুগ্রহে নিজের উপর তার ওয়াদা পূর্ণ করা আবশ্যক করে নেন।” (শারহুল বোখারী)

উপভোগ কর তোমার জীবন জিহাদ ও হিদায়াতে... কারণ জিহাদই হল ঈমানের মিলনমেলা,
ধারণ করো তোমার অস্ত্র যা কমবে না তার দীপ্তিতে...কারণ অস্ত্রই হল বীর সেনাদের শোভা,
নিক্ষেপ কর নিজেকে লড়াইয়ের মাঠে... কারণ কমে নি বয়স কখনও বীর যোদ্ধাদের,
এক মহান মাস যার সকাল উঁকি দিচ্ছে ...শুধু ভীরুই বোঝে না কদর বড় কল্যাণের।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, {মানুষের জন্য জীবনধারণের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, এমন একজন লোক যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, সে তার পিঠে চড়ে ছুটে বেড়ায়, যখনই কোন ভয় কিংবা আতংকের আওয়াজ শোনে তখনই হামলে পড়ে তার কাঙ্ক্ষিত হত্যা বা মৃত্যুর আশায়।} (মুসলিম)

নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “অর্থাৎ তাদের জীবন ধারণের সবচেয়ে উত্তম অবস্থা হলো এমন ব্যক্তি যে (লাগাম) ধরে থাকে....।” (শারহু মুসলিম)

মুফহিম নামক গ্রন্থে কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “অর্থাৎ জীবনধারণের সবচেয়ে সম্মানিত পন্থা হল জিহাদ।”

আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই বাণীতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন যেখানে তিনি "মানুষের জন্য জীবনধারণের সর্বোত্তম পদ্ধতি" এর পর বললেন "মৃত্যুর আশায়"। কারণ এটি ইঙ্গিত করে যে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা মানেই জীবনধারণ করা, যদিও মন্দকাজে প্ররোচিতকারী আপনার নফস একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বিভিন্ন সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি দ্বারা আপনাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা আল্লাহর রাস্তায়

মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে কিছুতেই মৃত ভেবো না। বরং (তারা) জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে রিজিকপ্রাপ্ত।"

সুতরাং হে মুজাহিদ! এই সম্মানিত মাসে শাহাদাত অর্জনের প্রতি আগ্রহী হন। আর সাবধান! আপনি কিছুতেই এই ধারনা করবেন না যে শাহাদাত কোন কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু যার কোন মূল্য নেই। বরং এটি অনেক বড় সম্পদ যা শুধু বড় সৌভাগ্যবানরাই অর্জন করতে পারে এবং এমন এক মর্যাদার প্রতীক যা শুধু সেই লাভ করতে পারে যে উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।

তারপর জেনে রাখুন যে জান্নাতের রাস্তায় অক্ষম, ভীরু ও কাপুরুষদের কোনও স্থান নেই। বরং এই পথ অবলম্বন করতে পারে শুধু সাহসী এবং মর্যাদাবানরা, যারা দ্বীন ও নফস উভয় দিক থেকে মর্যাদাবান, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করে দিয়েছে। কারণ জিহাদের পথ হলো কষ্ট, মুজাহাদা, ক্লান্তি ও শ্রমের পথ, যাতে জান বিলুপ্ত হয় এবং সম্পদ ধ্বংস হয়, যেমনভাবে জিহাদ মর্যাদা ও গৌরব।

এবার আপনার মহান পূর্বসূরিদের অগণিত কৃতিত্বের মধ্য থেকে একটি কৃতিত্বের ঘটনা শুনুন,

একদিন ক্রুসেডার রোমের বাদশাহ রোমানোস সংখ্যা ও সামগ্রীতে স্বল্পতা দেখতে পেয়ে মুসলিমদের পরাস্ত করতে চাইল। অতঃপর সে দুই লক্ষ কাফের কে নিয়ে সুলতান আলাপ আরসালানের সাথে লড়াই করার জন্য এলো, এবং মালাজগির্দে পৌঁছল। তখন সুলতানে তাদের আধিক্যের খবর পেলেন। তার সাথে ছিলো মাত্র পনেরো হাজার অশ্বারোহী। তিনি তাদেরকে নিয়েই সকালে সম্মুখ সমরে উপস্থিত হলেন। তারপর যখন দুই দল মুখোমুখি হলো তখন সুলতান সন্ধি প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন, তখন তাকে রোমের দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারী বললো, রাই এ ছাড়া কোনও সন্ধি নেই, (অর্থাৎ মুসলিমদের অঞ্চলের ভেতরে) ।তা শুনে সুলতান আলাপ আরসালান ক্রুদ্ধ হলেন। শুক্রবার দিন খতীবরা মিম্বরে থাকা অবস্থায় উভয় দলের মাঝে লড়াই শুরু হল। সুলতান নিজে নেমে এলেন এবং চেহারা ধূলিলুণ্ঠিত করে কান্নাকাটি করলেন এবং মাওলার কাছে অনুনয়-বিনয় করলেন যার হাতে সাহায্য, যিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। অতঃপর তিনি তার বাহনে চড়ে হামলা করলেন। আর তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদী ছিলেন তাই সাহায্য নেমে এল । ফলে তারা যেভাবে খুশি রোমানদের হত্যা করলেন। ক্রুসেডাররা পরাজয় বরণ করল। তাদের লাশে জমিন ভরে গেলো এবং স্বেচ্ছাচারী রোমানোস গ্রেফতার হলো। তাকে সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হলো, তিনি তাকে নিজ হাতে তিনটি চাবুকাঘাত করলেন। পরবর্তীতে সে তাকে দের হাজার

দীনার মুক্তিপণ ও তার দেশে থাকা সকল বন্দির মুক্তির শর্তে ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

হে বীর সৈনিকগণ! হে মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ!

আপনারা এখন এক মোবারক সম্মানিত মাসে রয়েছেন। তাতে আপনাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজেদের নফস ও শত্রুদের উপর সহায়তা রয়েছে। আল্লাহ আপনাদেরকে মুরতাদ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর আপনারাও দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দুর্বল নিপীড়িতদের উদ্ধারের চিন্তা বহন করেছেন। সুতরাং আপনারা জোর হামলা চালান - আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন -। নিশ্চয়ই আমিরুল মুমিনীন আবু উমর আল বাগদাদী অনেক মহান কথা বলেছেন যখন তিনি বলেছেন, "এমন প্রতিটি মুসলিম যে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে কদর করে, এবং আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর শরীয়াহকে সম্মান করে, তার উপর আবশ্যক হল নিজেকে কমদামী করে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিবে।" এবং মাতাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি কারাগার ও বন্দিদের সম্পর্কে বলেন, "আপনাদের জন্য আমাদের উপর আবশ্যক হলো যে আপনারা আমাদের রক্তকে কারাগারের প্রাচীরের নীচে ঝরতে দেখবেন যতক্ষণ না আপনারা আপনাদের পরিবার পরিজনকে মুক্ত দেখতে পান।"

সুতরাং হে আল্লাহর সৈনিকরা! ইখলাস অবলম্বন করুন, ইখলাস অবলম্বন করুন। জামাআত আঁকড়ে ধরুন, জামাআত আঁকড়ে ধরুন। দৃঢ় থাকুন, দৃঢ় থাকুন। সতর্কতা অবলম্বন করুন, সতর্কতা অবলম্বন করুন। বেশী বেশী দোয়া করুন ও পূর্ণ তাওয়াক্কুল অর্জন করুন। আর আপনাদের সামনেই রয়েছে আল্লাহর শত্রুরা "সুতরাং মুশরিকদের হত্যা করো যেখানেই তাদেরকে পাও, এবং তাদেরকে বন্দি করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক স্থানে তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকো"। কারণ তারা জালেম কাফের সীমালংঘনকারী, তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তা বা প্রতিশ্রুতির পরোয়া করে না। তারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টায় লেগে থাকে। তারা পছন্দ করে যে মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক। আর তারা কামনা করে যে আপনারাও তাদের মত কুফুরী করবেন অনন্তর তাদের বরাবর হয়ে যাবেন। সুতরাং তাদের সমাধান হলো শুধু তাদেরকে হত্যা করা কিংবা শুলে চড়ানো অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দেয়া।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আর জালেমরা ছাড়া কারও উপর কোন সীমালঙ্ঘন নেই।

আপনাদের ভাই আবু হামজা আল মুহাজির,
রামাদান ১৪৩০ হিজরি

দাওলাতুল ইসলাম
রামাদান ১৪৩৬ হিজরি

পরিশ্রম, ইবাদত, জিহাদ ও বিজয়ের মাস

মুজাহিদের কর্ণকুহরে
ক্ষীণ আওয়াজ